সমকাল

তারিখ 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ক্যামেরনের ইংরেজি শিক্ষার আসর

অন্যদৃষ্টি

দুই মেয়াদের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রিত্বের সুবাদে ডেভিড ক্যামেরন একই সঙ্গে যে কোনো কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন ও লেজেগোবরে করে ফেলার শিল্পে মুন্সিয়ানা অর্জন করেছেন। একটি দেশ পরিচালনার যে নিত্যচ্যালেঞ্জ সেটার মূল্য কোনোভাবে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তিনি যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন, সেগুলোর কোনো কোনোটি তার স্বল্পমেয়াদি, কারিগরি পথে সমাধানযোগ্য নয়। তার শাসন পদ্ধতির 'সহজ সংকট' দাওয়াই দিয়ে নিরাময়যোগ্য নয়। বিলম্বে হলেও তিনি একটি শাসনধারা গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন, যা ব্রিটেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাখতে সহায়ক হবে। আর এখন, যুক্তরাজ্যের ভেতর ও বাইরের কিছু ঘটনা যখন বহুস্তরবিশিষ্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মূলধারাকরণকে জরুরি করে তুলছে, তখন তিনি তার অবস্থান থেকে একটি কণ্টকাকীর্ণ উদ্যোগ নিলেন।

এটা ঠিক, মি. ক্যামেরনের সর্বাত্মক অধিকার রয়েছে; বলা চলে বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে দেশের মূলধারার সমাজ ও অর্থনীতিতে মুসলিম নারীদের অস্বস্তিকর অবস্থানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়া। সরকার নিয়োজিত কমিশনের গবেষণা প্রতিবেদনে যেখানে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ মুসলিম নারীদের ২২ শতাংশ ইংরেজিতে সামান্যই কথাবার্তা বলতে পারেন বা একেবারেই পারেন না, সেটা পর্যালোচনা করলে ইংরেজি শিক্ষায় তাগিদমূলক তার এই পদক্ষেপ সঠিকই। যারা হয় যুক্তরাজ্যে থেকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় মদদ দিচ্ছে অথবা আইএসের সঙ্গে যোগ দিতে ব্রিটেন থেকে পালিয়ে সিরিয়া যাচ্ছে, বা এটা জানতে চাইছে যে, সরকার এ ব্যাপারে আরও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে কি-না; অথবা যারা সংকট একদমই বুঝতে পারছে না; সেসব নাগরিকের সামাজিক ভিত্তির দিকে দৃষ্টিপাতের জন্য ক্যামেরনকে আসলেই সমালোচনা করা যায় না।

একটি জোরালো যুক্তি রয়েছে যে, ব্রিটেন যেহেতু ক্রমে আরও বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হচ্ছে, একপ্রস্থ ব্রিটিশ মূল্যবোধ তৈরি করা দরকার, যা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সবাইকে একসূত্রে গেঁথে রাখবে। কিন্তু এই সমাধান সহজ নয় এবং এজন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা-ভাবনা, প্রলম্বিত অঙ্গীকার ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব। এই সংকটকে ভাসাভাসাভাবে ও রাজনৈতিক মোড়কে উপস্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী কেবল তার নিকৃষ্ট প্রবণতাই বহাল রাখেননি, প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যে কঠিন একপ্রস্থ সমস্যাকে কঠিনতর করে তুললেন।

এখন ডেভিড ক্যামেরনের উচিত নিজেকেই প্রশ্ন করা– বিবিসি রেডিও ফোরে দেওয়া তার বক্তব্য শুনে কোনো মুসলিম পরিবার বিশ্বাস করবে যে তারা একজন নেতা তাদের প্রতি সদিচ্ছা নিয়ে কথা বলছেন? নাকি তারা শুনবে যে, বহু সংস্কৃতির প্রতি তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নির্লিপ্ত একজন প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন? তারা কি ভাববে না যে, সহকর্মী ও বৃহত্তর ভোটার গোষ্ঠীর মন পাওয়ার কাজে একজন প্রধানমন্ত্রী মুসলিম বা মুসলিম নারীদের ব্যবহার করছেন? এ ধারণা খুবই অদ্ভুত যে, ইংরেজি অশিক্ষিত নারীরা জিহাদি হয়ে যায়। জিহাদিদের মধ্যে নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম এবং যারা ওই পথে গেছে, তাদের প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত। ডেভিড ক্যামেরন যখন বলেছেন যে, ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি করতে না পারলে দুই-আড়াই বছর পর অভিবাসী নারীরা ব্রিটেন থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে পারেন, তখন আসলে তিনি তাদের পরিবারের মধ্যে জোরপূর্বক বিচ্ছেদের হুমকিই দিচ্ছেন।

গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয়